PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩৯, অক্টোবর - ডিসেম্বর-১১
ISSUE 38, October - December 2011

এলজিইডি'র পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিদর্শনে এডিবি ও ইফাদ মিশন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল - এর যৌথ পর্যালোচনা মিশন চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন হারোয়াল ছড়ি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। ছবিতে মিশন লিডার জনাব জহির উদ্দিন আহমেদকে উপ-প্রকল্প স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট জনগণের সাথে মতবিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে (বামে)। ছবিতে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক, প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী অনিল চন্দ্র বর্ম্মন প্রকল্প পরামর্শক দলের টিম লিডার Mr. Piet Van Dan Boom, ডেপুটি টিম লিডার জনাব আবু তাহের চৌধুরী, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এর প্রতিনিধি Mr. Willam Oliemans প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

গত ১১ ডিসেম্বর - ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখব্যাপী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্ন্তজাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এর এক যৌথ পর্যালোচনা মিশন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি; চুক্তি সম্পাদন, অর্থ ছাড়করণ ও পুনঃভরণ; প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক দলের কার্যক্রম; পিআরএ, এফএসডিডি, আইএনজিও, এনজিও ও এনজিও সার্ভিসেস নিয়োগ, প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য ও ভৌত কাজের ক্রয়; প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান; এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ এবং সমবায় অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ; কমিউনিটি এ্যাসিসট্যান্ট ও এনজিও ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ; জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান; কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক কার্যাবলী; সামাজিক সুরক্ষা; ওএন্ডএম স্ট্র্যাটাজি ও উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

মিশন মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য চট্টগ্রাম জেলার হারয়াল ছড়ি ও পোকখালী-নাইক্ষংদিয়া, এই দুইটি নতুন উপ-প্রকল্প এবং উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত একই জেলার দাবুয়া খাল উপ-প্রকল্প এবং কক্সবাজার জেলার সোনাইছড়ি ও বাকখালী উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং পাবসস সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান জনাব জহির উদ্দীন আহমেদ মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন বেগম ফেরদৌসি সুলতানা, সিনিয়র সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (জেন্ডার), জনাব মোঃ শহিদুল আলম, রিসেটেলমেন্ট অফিসার, জনাব মনিরুল ইসলাম, এসোসিয়েট প্রজেক্ট এনালিষ্ট, এডিবি আবাসিক মিশন এবং আর্ন্তজাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এর পরামর্শক Mr. Willam Oliemans। এলজিইডি'র পক্ষ থেকে মিশনে উপস্থিত ছিলেন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব অনিল চন্দ্র বর্ম্মন।

মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন শেষে মিশন প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক দলের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে মতবিনিময় করেন। পরিশেষে, গত ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভায় মিশনের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও খসড়া Aide Memoie নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণের মন্তব্য সন্নিবেশপূর্বক Aide Memoie চূড়ান্ত করা হয়।

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন বিষয়ক কোর্স
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- এলসিএস প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
- উপ-প্রকল্প পরিদর্শনে জাইকা মিশন
- গন্ধব্যপুর পাবসস এর সদস্যদের ব্যতিক্রমী আয়োজন

সম্পাদকীয়

উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধিঃ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে নতুন সংযোজন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি ২০১০ সালের জুন মাসে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প দেশের ৪৬টি জেলা (জাইকা অর্থায়নে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর জেলায় বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা ব্যতীত) থেকে বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্য থেকে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

কোন উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে সেই উপ-প্রকল্পে এমন কোন ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ করা যা উপ-প্রকল্পের কৃষি, মৎস্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুফল বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। উপ-প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন ঃ সেচনালা সম্প্রসারণ ও বিন্যাসে (Lay out) উন্নয়ন ঘটানো; সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য LLP সরবরাহ করা; উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে চাতাল ও শস্য গুদাম নির্মাণ করা; স্থানীয় বিল বা বৃহৎ জলাভূমিতে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ; উপ-প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট কালভার্ট বা সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটানো ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উপ-প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরী/পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষমতা ও পারদর্শিতা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় A বা B গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এমন উপ-প্রকল্প কার্যকারিতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। কোন উপ-প্রকল্প কার্যকারিতা বৃদ্ধির কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিদ্ধান্তের কপিসহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক বরাবর আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী পাবসসের প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা, উপ-প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও প্রস্তাবিত কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের কপিসহ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

প্রকল্প সদর দপ্তরে উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হবে এবং একটি PMO/PIC যৌথ দল কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখবে এবং উপ-প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরী ও কৃষি গ্রেডিং করবে। নির্বাচনী মানদন্ড পূরণে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রেডিং-এ কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করেছে এমন উপ-প্রকল্প কার্যকারিতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা। প্রকল্প নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের উপর এ কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করবে।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন বিষয়ক কোর্স অনুষ্ঠিত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা, এ ব্যাপারে ADB'র নীতিমালা ও প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে এলজিইডি'র জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দকে অবহিত করার জন্য গত ৩ ও ৯ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে পুনর্বাসন শীর্ষক একদিনব্যাপী দুইটি পৃথক অবহিতকরণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে অনুষ্ঠিত এই কোর্স দু'টি উদ্বোধন করেন আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান।

গত ৩ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে পুনর্বাসন শীর্ষক একদিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি।

অবহিতকরণ কোর্সের উদ্বোধনী বক্তব্যে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব সহিদুল হক ADB'র নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কোর্সের রিসোর্স পারসন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ Mr. Tod A. Ragsdale এবং সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ জনাব শাহ আলম। এ সময় প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ, কুদ্দুস মন্ডল, প্রকল্প পরামর্শ দলের টিম লিডার Mr. Piet Van Dan Boom, ডেপুটি টিম লিডার জনাব আবু তাহের চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে এলজিইডি'র বিভিন্ন জেলার ৪৯ জন, প্রকল্প সদর দপ্তরের ৩ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক পর্যায়ের ৪ জন সিনিয়র সোসিওলজিস্ট, আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সোসিওলজিস্ট এবং প্রকল্প সদর দপ্তরের ৬ জন সোসিও ইকোনমিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

একই প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে গত ৭-৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে "পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন" শীর্ষক দুইদিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) - বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন এলজিইডি রাজশাহী অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আবুবকর বিশ্বাস। প্রশিক্ষণে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এস কে দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া। প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক (PIC) দলের আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ Mr. Tod A. Ragsdale এবং সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ জনাব শাহ আলম।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের অংশগ্রহণে এক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মো: হাবিবুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পানি সম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব জহির উদ্দিন আহমেদ ও জাইকা বিশেষজ্ঞ Mr. Norio Kuniyasu।

অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পানি সম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব জহির উদ্দিন আহমেদ (বামে), কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছেন PSSWRSP প্রকল্পের পরামর্শ দলের টিম লিডার Mr. Piet Van Dan Boom এবং JICA Funded SSWRDP প্রকল্পের পরামর্শ দলের টিম লিডার Mr. Alan K. Clark. (ডানে)

প্রকল্প দুইটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক। দুই পর্বে বিভক্ত এই কর্মশালার প্রথম পর্বে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন। উপস্থাপনের বিষয়গুলো ছিলঃ পিআরএ ও এফএসডিডি সম্পাদনের জন্য নিয়োগকৃত ফার্ম/এনজিওগুলোর কার্যসম্পাদনের অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের অবস্থা, উপ-প্রকল্পের ডিজাইন ও Google Earth Imagery, এলসিএস কর্তৃক মাটির কাজ বাস্তবায়ন, জেন্ডার, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি, এমআইএস এর উন্নয়ন ইত্যাদি। উভয় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা যৌথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় নির্বাচন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে চারটি দলে ভাগ করে দলীয় অনুশীলন করা হয়। দলীয় অনুশীলন এর জন্য নির্বাচিত বিষয় চারটি ছিলো ১) পিআরএ ও এফএসডিডি সম্পাদনে সমস্যা ও সমাধানের উপায় ২) পাবসসের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ৩) জেন্ডার, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন, এবং ৪) পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং এমআইএস এবং আইডব্লিউআরএম ইউনিটের উন্নয়ন। চারটি দলের অংশগ্রহণকারীগণ দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ বিষয়ের সমস্যা চিহ্নিত করেন, সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করেন এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই দুইটি প্রকল্প দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য প্রকল্প দু'টির কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের মধ্যে নিয়মিত আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময় প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে কর্মশালায় অতিথি বক্তাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এলসিএস প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গৃহিত উপ-প্রকল্পে এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি এসিসষ্ট্যান্টদের জন্য ০৩ দিনব্যাপী ২টি "এলসিএস প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১-১৩ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এলজিইডি'র ফরিদপুর অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য ১ম ব্যাচটি বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জে আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তোজাম্মেল হক, সহকারী পরিচাক-কৃষি, বেগম সামছুন্নাহার, সহকারী পরিচালক-মৎস্য। সমাপনী সেশনে বক্তব্য রাখেন এলজিইডি গোপালগঞ্জ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ। "এলসিএস প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" এর ২য় ব্যাচ গত ১৮-২০ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ময়মনসিংহ জোনের এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী ময়মনসিংহ এবং সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মো: ইসমাইল শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ময়মনসিংহ অঞ্চল। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফজলুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ, বেগম আনোয়ারা বেগম, জেন্ডার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প পরামর্শক, জনাব আখতার জাহান, সিনিয়র সমাজবিদ, আইডব্লিউআরএম, জনাব আজহার হোসেন, জুনিয়র পানি সম্পদ প্রকৌশলী, জনাব উত্তম কুমার হালদার, কমিউনিটি পার্টিসিপেসন অফিসার, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার কমিউনিটি পার্টিসিপেসন অফিসারগণ। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুর রহিম, প্রশিক্ষণ ও কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ। ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের প্রথম ২দিন এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণে প্রদেয় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনসহ বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রশিক্ষণ পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়। ৩য় দিন অংশগ্রহণকারীরা তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে মাটির কাজে প্রায় ৪০০ এলসিএস নিয়োজিত হবে যার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রায় ১০,০০০ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত "এলসিএস প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী এবং সমাপনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী প্রকৌশলী গোপালগঞ্জ জেলা জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ

কুমিল্লা ও মুন্সীগঞ্জ জেলার মাটির উর্বরতা মূল্যায়ন

জমির উর্বরতা শক্তির উপর ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে। অধিক উৎপাদনের আশায় জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সেই সাথে মাটির অম্লতা (acidification) বেড়ে যাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকগণ ক্রমান্বয়ে সারের প্রয়োগমাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এতে জমির উর্বরতা শক্তি আরো নষ্ট হচ্ছে এবং কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি কুমিল্লা ও মুন্সীগঞ্জ জেলার ১০টি এলাকা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া গেছে। মাটিতে অত্যাবশ্যকীয় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ফসল পরিমাণমত মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে না, অন্যদিকে বেশী পরিমাণে ইউরিয়া ও পটাশ সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে ফসলের জন্য ক্ষতিকারক সোডিয়াম অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেছে। সুকুবা (জাপান) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে বর্তমান হারে জমিতে সারের প্রয়োগ অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আবাদি জমি উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

- প্রতি শতাংশ জমিতে ২/৩ কেজি গুড়া চুন ও ৪/৫ কেজি জিপশাম ব্যবহার
- ইউরিয়া ও পটাশের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে গোবর ও কম্পোস্ট সার ব্যবহার
- একই জমিতে একই ধরণের ফসল চাষ না করে ভিন্ন প্রকৃতির ফসল চাষ করা।

বর্ণিত সুপারিশসমূহ যদি কৃষকগণ এখন থেকে পালন করে তবে আশা করা যায় যে, জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকগণ ফসলের কাঙ্খিত উৎপাদন পাবেন।

লেখক মো: রেজাউল করিম, বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশাসন) হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকাতে কর্মরত আছেন। তিনি সম্প্রতি জাপানের সুকুবা

উপ-প্রকল্প পরিদর্শনে জাইকা মিশন

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) সদর দপ্তর থেকে আগত মিঃ কজি মাকিনো, উপ-মহাপরিচালক এবং মিস আরিসা কিকুচি, প্যাডি ফিল্ড বেসড ফার্মিং এরিয়া ডিভিশন-২, রুরাল ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর প্রতিনিধিত্বে একটি মিশন গত ১৪ - ১৫ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। জাইকা বাংলাদেশ অফিস থেকে মিস মেয়ুমি এনদো, সিনিয়র রিপ্রেসেনটেটিভ; মিঃ কাজুয়ুকি ইকেদা, রিপ্রেসেনটেটিভ মিঃ হায়াতো মারুয়ামা, প্রকল্প ইমপ্লিমেনটেশন স্পেশালিস্ট জনাব আহমেদ মুকাম্মেলউদ্দিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিঃ হিরোকি ওয়াতানাবে, রুরাল ডেভলপমেন্ট এ্যাডভাইসার, জাইকা এক্সপার্ট, বিআরডিবি এবং মিঃ জুন্নসুকে ইওয়ানো, জাইকা এক্সপার্ট ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট এই মিশনে অংশগ্রহণ করেন। জাপান ওভারসিস কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার (জেওসিবি) থেকে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত যথাক্রমে মিস সায়াকা কানাগাওয়া ও মিস হিরোকো ইনাওকা মিশনে ছিলেন। জনাব মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক ও মিঃ এ্যালান কে ক্লার্ক, টিম লিডার, প্রকল্প পরামর্শক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি-জাইকা) এবং মিঃ শোরিও কুনিয়াসু, রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইসার, জাইকা এক্সপার্ট, এলজিইডি'র মিশন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন। দুই দিনব্যাপি এই মিশনের সদস্যবৃন্দ এসএসডব্লিউআরডিপি-জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলায় ফুলেশ্বরী সোনাই উপ-প্রকল্প (বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন) এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিএসপি)-২ এর আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত করসা-কড়াইল উপ-প্রকল্প (বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি সংরক্ষণ) এবং একই জেলার তাড়াইল উপজেলার কাজলা উপ-প্রকল্প ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও গফরগাঁও উপজেলায় যথাক্রমে বড়াইল বিল ও চারিপাড়া উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মিশন সদস্যগণ উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্মাণাধীন অবকাঠামোসমূহের উপযোগিতা ও নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করেন। মিশন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সাথে উপ-প্রকল্পের গুরুত্ব ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া মিশন নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে উপকারভোগী জনগণের ভুমিকা নিয়ে স্থানীয় জনগণ, সমিতির সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি ও সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

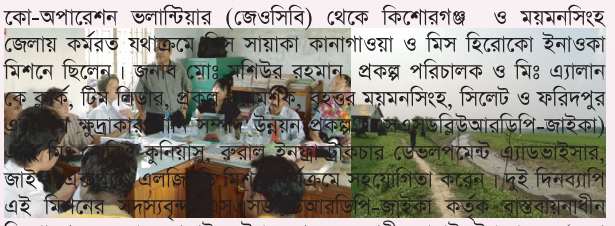

বড়াইল বিল উপ-প্রকল্প পরিদর্শনে জাইকা মিশন। জনাব আহমেদ মুকাম্মেলউদ্দিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিশন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করছেন

উল্লেখ্য, জাইকার কারিগরি সহযোগিতায় ২০০৫ সালে স্থাপিত Rural Development Engineering Centre (RDEC) কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে Strengthening of Activities in RDEC প্রকল্প ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হওয়ায় এবং এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় Integrated Rural Infrastructure Development Planning and Maintenance Capacity Strengthening Project বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তায় জাপান সরকারের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মিশনের সদস্যগণ উল্লিখিত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে গ্রামীণ অবকাঠামোর টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যয়সাশ্রয় উন্নয়নের সাথে সাথে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র সমন্বিত পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতা জোরদারকরণ সম্ভব হবে। প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের মধ্যে এসএসডব্লিউআরডিএসপি-১ ও -২ এর অধীন সমাপ্ত ৫৮০টি এবং এসএসডব্লিউআরডিপি-জাইকা ও পার্টিসিপেটরি এসএসডব্লিউআরডিএসপি কর্তৃক ২০১৭ সালের মধ্যে নির্মিতব্য ৩৬৫টি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পসহ গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং পরবর্তীকালে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণে বাস্তবায়নের জন্য এ ধরণের অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি)'র সহযোগিতা প্রাপ্তি, গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান ও ভবিষ্যত চাহিদা নির্ণয়ের জন্য জিআইএস ম্যাপ উন্নয়ন এবং সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অন্তর্গত। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা, ডিজাইন, মান নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অংশগ্রহণ জোরদারকরণ এবং এলজিইডি'র সাথে সমন্বয় বজায় রেখে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের দায়িত্ব বিভাজনে সমিতির দক্ষতা উন্নয়নসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম জোরদারকরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। এছাড়া সমন্বিত পর্যবেক্ষণের জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে পাইলট উপজেলা নির্বাচন, গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ, জিআইএস ম্যাপ ব্যবহার করে উপজেলা ম্যাপ উন্নয়ন, সম্ভাব্য প্রকল্প উন্নয়নে স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সাথে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং অংশগ্রহণভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এলজিইডি'র দক্ষতা জোরদারকরণ হবে। জাপান সরকার এই প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এবং ২০১২ সালের প্রথম দিকে প্রকল্প ফর্মুলেশন মিশন পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উপ-প্রকল্প পরিদর্শনে জাইকা মিশন

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) সদর দপ্তর থেকে আগত মিঃ কজি মাকিনো, উপ-মহাপরিচালক এবং মিস আরিসা কিকুচি, প্যাডি ফিল্ড বেসড ফার্মিং এরিয়া ডিভিশন-২, রুরাল ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর প্রতিনিধিত্বে একটি মিশন গত ১৪ - ১৫ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। জাইকা বাংলাদেশ অফিস থেকে মিস মেয়ুমি এনদো, সিনিয়র রিপ্রেসেনটেটিভ; মিঃ কাজুয়ুকি ইকেদা, রিপ্রেসেনটেটিভ মিঃ হায়াতো মারুয়ামা, প্রকল্প ইমপ্লিমেনটেশন স্পেশালিস্ট জনাব

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস সদস্যদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা ১৪ নং মান্দারী ইউনিয়নের অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যরা 'দশে মিলে করি কাজ' এমন স্লোগানকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের ভূ-গর্ভস্থ পানির লাইন মেরামতের উদ্দেশ্যে মাটি কেটে পাইপ লাইন মেরামত কাজে সহযোগিতা করেছেন বলে জানা গেছে। অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী জানান, সমিতির শতাধিক সদস্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য মাটি কাটার কাজে অংশগ্রহণ করেন। এতে সমিতির প্রায় ১০ হাজার টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান, উপ-প্রকল্প এলাকায় বোরো ধান চাষে সেচ সুবিধা দেওয়ার জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয় কিন্তু গত বছর বেশ কয়েকটি স্থানে মাটির নীচে পাইপ লাইনের সংযোগস্থলে ছিদ্র দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কৃষক ও সমিতির সদস্যদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়। সভায় জানানো হয়, বিগত বছর পাইপ লাইনের সংযোগস্থলে ছিদ্র হয়ে যাওয়ার কারণে উপ-প্রকল্প এলাকার কিছু কিছু স্থানে পানি সরবরাহ করতে সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মাটি কেটে ভূ-গর্ভস্থ পাইপের ত্রুটি মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই কাজ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করার জন্য সমিতির সদস্য ও কৃষকদের আহবান জানানো হলে এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য সকলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হন। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেন।

পাবসস সদস্য ও কৃষকদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার দৃশ্য

দৃষ্টি আকর্ষণ	পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

সম্পাদক : জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সহ-সম্পাদক: জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও জনাব মো: আব্দুর রউফ, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইলঃ se.iwrm@lged.gov.bd, web: www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.